আমাদের ঘুড়ি ওড়ানো

সত্য, সুন্দর ও শিব সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেক বদলে গেছে। মানুষের জীবনচর্যা ও ভাবনাচিন্তায় একবিংশ শতাব্দীতে ঘটে গেছে কত না রূপান্তর। বদলে গেছে গ্রাম প্রকৃতির চেহারা মেট্রোপলিসের আগ্রাসী চেহারা। মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ভোগবাদের তাৎক্ষণিক হাতছানিতে দ্রুত পরিবর্তনশীল। আর এই প্রেক্ষিতে শিল্প সাহিত্য সেই সাবেকি ঘোমটা টেনে এরিস্টোটলের সংজ্ঞায় বন্দী থাকবে, তাও কি হয়? হুইটম্যান রবীন্দ্রনাথ ওয়ার্ডস বর্ণিত সৌন্দর্যের সঙ্গে কল্যাণের, কল্যাণের সঙ্গে শাশ্বতের বিবাহ এখন ভেঙ্গে যাচ্ছে কতবার। বাসস্টপের দাঁড়িয়ে থাকা পসারিনীর চোখে সর্বনাশা ইঙ্গিতে জ্বলে উঠতে পারে কবিতা এখন যে কোন সন্ধ্যায় বিজ্ঞাপনের নিয়নের মতো। জীবনের দীর্ঘশ্বাস আর অতিজীবনের পক্ষে বিধুনন গড়ে তোলে কবিতার আত্মা। প্রাত্যহিকের ঝংকার আর অনন্তের উড়ো চিঠি, হিরোসিমার আতংক আর বেকার যুবকের দুঃসাহসী প্রেম সব কিছুই এখন নিত্য নতুন ঠিকানা গুঁজে দিচ্ছে কবিতার হাতে।

মানুষের থাকে শরীর ও আত্মা। স্থূল ও সূক্ষ্ম সত্তা। এককে বাদ নিয়ে অন্যটির অস্তিত্ব থাকে না। কবি সন্ন্যাসী পরমানন্দ সরস্বতীর ভাষায় আত্মার সত্য থেকে যে সাহিত্য আবির্ভূত নয়, সে সাহিত্য মহৎ হয় না। মহৎ কাব্য মানুষকে দেয় মহৎ বাঁচার প্রেরণা। এই পৃথিবীতে শুধু জরা ব্যাধি মৃত্যুই সত্য নয়— একে ছাপিয়ে তার অসীমে ধ্বনিত হচ্ছে এক অবিনাশী প্রাণের, গানের, জীবনের জয়ধ্বনি। আনন্দই কবিতার আত্মা।

যিনি ঈশ্বর ও কবিতা নিয়ে ভাবতেন গভীর ভাবে, তাঁর কাছে কবিতার মধ্যে নিহিত থাকে এক অন্যতর, মহত্তর জীবনের চাবিকাঠি। কিন্তু এ ধারণাও একপেশে বলে মনে হতে পারে, এডগার এলেন পো বা বঁদেলেয়রের কবিতায় মুগ্ধ যারা, আধুনিকতার মধ্যে খুঁজে পান চরিত্রহীন শিকড়হীন ফলাফলহীন এক উত্থান বা পাতালদর্শন। ভালোমন্দ, পাপপুণ্য, সত্যমিথ্যে, শাশ্বত ও তাৎক্ষণিক সেখানে একাকার। কবিতার এই সর্বগ্রাসী গেরুয়া বেনোজল এখন আমাদের কোমর ধরে নাচছে। কবিতা এখন সংস্কারমুক্ত ছক ভাঙা এক বেপরোয়া দাপট। আমাদের অভ্যস্ত হতে হবে।

।। দুই।।

মানব চৈতন্যের জটিলতা নিরন্তর বাড়ছে। তথ্য প্রযুক্তির বৈপ্লবিক বিস্ফোরণের ও বিশ্বায়নের ফলে চেনা জগতের ছবি পালটে যাচ্ছে দ্রুত, মুহুর্মুহু। কবিতার কাছে চাওয়া পাওয়াও পালটে যাচ্ছে ক্রমাগত।

কবিতার রূপ-শরীরও আত্মাও বদলে যাচ্ছে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক কারণে। তবু কিছু কিছু যেন বদলায় না। জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন, "মানুষের মনের চিরপদার্থ কবিতায় বা সাহিত্যে মহৎ লেখকদের হাতে যে বিশিষ্টতায় প্রকাশিত হয়ে ওঠে তাকেই আধুনিক সাহিত্য বা আধুনিক কবিতা বলা যেতে পারে।" এই চিরপদার্থ অর্থাৎ মানব চিন্তার ও অস্তিত্বের সারাৎসারই কবিতাকে বাঁচিয়ে রাখে। জোনাকিদের নশ্বরতা দূর নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চায় এই চিরপদার্থের উদ্‌গত ডানায় ভর করে। একই ভাবনা কিন্তু উত্তর আধুনিকদেরও। আবহমান জীবনের লৌকিক উপাদানের ওপর ভর করে অলৌকিক উড়ালের কথা তাঁরা ভাবেন। কেবল প্রকরণে ও গঠনে তাঁরা বিনির্মাণবাদীদের ঘরানার আত্মীয়।

একটু নিবিড় পাঠের ও মননের ফসল হিসেবে, অবশেষে এবং প্রধানত, আমরা দেখতে পাবো কবিতা হচ্ছে মানব জীবনের বিমূর্ত বাণী। সেই বাণী অবশ্যই অবলম্বন করে মানব জীবনের স্মরণীয় ঘটনা ও অনুভব, সূক্ষ্ম জীবন যেমন স্থূল শরীরকে আশ্রয় করেই দীপিত হয়ে ওঠে।

কবিতার আশ্রয়ী এই অনুষঙ্গমালা এরকম :

।। প্রকৃতি → জীবন → রহস্য → মৃত্যু → বিস্ময় → হতাশা → বিষাদ → আনন্দ → জন্ম বিবাহ → প্রকৃতি → ইতিহাস → পরিবেশ → সমাজ → সংগ্রাম → কল্পনা → প্রেম ভালোবাসা → সুখদুঃখ → নশ্বরতা → অনন্ত তৃষ্ণা।। প্রত্যক্ষ → পরোক্ষ → শব্দ ধ্বনি ব্যঞ্জনা রূপক প্রতীক চিত্রকল্প → ছন্দ → নির্মাণ / বিন্যাস।। প্রকরণ / পরিবেশন।।

।। কবি → পাঠক → প্রচারমাধ্যম → তৎকালিক → চিরায়ত।। ব্যক্তিজীবন → আন্তর জীবন → বহিরঙ্গ → যৌথজীবন → সমাজচেতনা → কালচেতনা → অধ্যাত্মচেতনা → বাস্তববাদী বস্তুবাদী → ভাববাদী → সামাজিক / অর্থনীতি / সাংস্কৃতিক → গূঢ় চৈতন্যজাত → প্রাতিস্বিক → বিমূর্ত।।

এই সব অনুষঙ্গ, চারিত্র্য, মাত্রা ও রূপাভাসকে ছুঁয়ে কবিতার পথ চলেছে, নানা ভাবধারার নানা ভাবনার পথিকদের নিয়ে নানা গন্তব্যে। ফেরিওলা থেকে বাউল স্বপ্নের সওদাগর থেকে বিপ্লবী সবাই সামিল সে মিছিলে।

রস কেবলই আস্বাদনের। রসায়ন বিশ্লেষণ সেখানে আমার অভিপ্রেত নয়, সে কাজও কদাপি আমার নয়। আসুন পাঠক, এত সব ভণিতার পরে মানচিত্র ছেড়ে পা রাখি আমরা মাটিতে। যে মাটি ধারণ করে আকাশের বৃষ্টিধারা, বহন করে বীজ, সৃষ্টির।

।। তিন।।

ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার আমাদের জীবনের এক নেপথ্য অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে থাকে। কবিতার ক্ষেত্রেও। পুরাণ ও মহাকাব্যগুলির মধ্য থেকে উৎসারিত এক চিরকালীন মূল্যবোধ হস্তান্তরিত হতে থাকে নানা পর্যায়ে। দৈব মহিমার মণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত হয় অপরাজেয় মানুষের মূর্তি। তার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ ক্রমশ বিস্তারিত জীবন ও সমাজের সঙ্গে জড়িত হয় এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রে। গীতিকবিতার সচলতা চেহারা ও জামা বদলে আত্মজৈবনিক উচ্চারণে রূপান্তরিত হয়।

শেকসপিয়রের নাটকে ছড়িয়ে আছে কবিতার দানছত্র। এবং তা এতকাল পরেও সমান জনপ্রিয়, কারণ তার মধ্যে নিহিত আছে মানব জীবনের নানা আবেগ, সংকট ও জটিলতাময় অধ্যায়— আমাদের চেতন ও অবচেতনের রহস্যময় উদ্ভাস, কখনো আনন্দের কখনো তীব্র যন্ত্রণার— যা এখনো সমান প্রাসঙ্গিক।

মৃত্যুর গোধূলি ছায়ায় বোনা হয়েছে এমিলি ডিকিনসনের কত না কবিতা, যা এখনো সমান স্মরণীয়। কেননা মৃত্যুচেতনা মানুষকে কখনো ছেড়ে যায় না। আর মৃত্যুচেতনা জীবনচেতনারই নামান্তর। যে রুশ কবি মায়কভসির প্রধান উপজীব্য বিষয় ছিল সমাজ সচেতনতা ও বিপ্লব, তাঁর আত্মহননের উপলক্ষিত কবিতাটি এখনও হৃদয় স্পর্শ করে আমাদের। লেনিন পছন্দ করতেন পুসকিনের কবিতা। ডিকিনসনের সমকালীন ফরাসি কবি র‍্যাঁবোর শিকড়হীন অবাস্তব কল্পনার উদ্ভ্রান্ত খেলা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। মাতাল তরণীর পাঠক সংখ্যা দেশে দেশে নানা সময়ে অগণন। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব কালজয়ী কবিতার আঁচলের নিয়ে ঢাকা আছে বিদেহ ভালোবাসার রত্নদীপ। 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের 'শেষ বসন্ত' তারই একটি উদাহরণ মাত্র। জার্মান